BERHAMPORE AU 16 73

Registered No. 35.

অমৃতবাজার পত্রিকা

Srimati Mahranee Swarnamoyi Kasimba

৬ ভাগ } কলিকাতাঃ— ৩১ শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ২৭ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

———000———

কলিকাতা।

বহুবাজর ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্যতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে ইতস্তু আছে ইহা সেবন করিলে স্ফর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মুল্য ইত্যাদির জন্য থমতঃ ৫ পাঁচ টাকা রপাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা না।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ খানে স্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুস্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্তা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মুল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুয় পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মুল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউটা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১এক বিন্দু হইতে ২০বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার ১এক আউন্স শিশির মূল্য ॥০ আন

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিণ্টেল এপথিক্যারিশ হল দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪নম্বরের বাটী মোহালা নবিশ ও কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

পারিস রহস্য।

(A Translation of the Mysteries of Paris.)

কাব্যানুবাদিনী সভা হইতে প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। অক্রুর দত্তের গলি ১৮ নং ভবনে কার্য্যাধক্ষ্য শ্রীকেদার নাথ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ফর্ম্মা প্রতি অর্দ্ধআনা। (৪০)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রনা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা

শ্রীযুত কালীমোহন রায়ের শ্বাস রোগের মহৌষধ।

এক মাস এই ঔষধ সেবনে, বহু দিনের পুরাতন শ্বাস রোগ এককালীন আরোগ্য হয়। বহু লোক এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে! এক মাসের উপযুক্ত ঔষধের মূল্য ডাক মাসল সহ ৫৲ টাকা। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিটক ৫৲ টাকা পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্র সহ ঔষধ পাইবেন।

তুষভাণ্ডার রঙ্গপুর। } শ্রীবিপিন মোহন সোহাবিস

বিজ্ঞাপন।

অবলা বিলাপ।

শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রণীত। মূল্য ।০ অমৃত বাজার প্রেস, কলিকাতা হিঁদেরাম বাড়ুয্যের লেন। নং ৫২।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহ বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১॥ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া যাইবে। (৩৮)

এরিক্শন্, ফর্গিউইশন এবং ড্রুইট্স্ সর্জরি ও সাইন্স্ এবং ডাক্তার কেয়ার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেক্চার্স অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায়, পুর্ণায়তনে ও প্রতিমুর্ত্তি সহিত একখানি সর্জরি সংকলিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ৯৩ ফর্ম্মার ৭৪৪ পত্রে সম্পুর্ণ হইয়াছে। মুল্য, ডাক মাশুল ব্যতীত ৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাসুল সহিত টাকা পাঠাইলেই পুস্তক পাইতে পারিবেন। (৵)

কলিকাতা ভবানিপুর — শ্রীকাশী চন্দ্র দত্ত গুপ্ত

১২নং চক্রবেড়রোড — সব্ য়্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন

ব্যবস্থা সংগ্রহ (মাসিক পত্র)

ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন, হাইকোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সেলের পুলিস্ ছোট আদালত এবং অন্যান্য বিচারালয় সংক্রান্ত সংবাদ সন্নিবেশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাষিক ৫।০ টাকা এবং মাসিক ১ টাকা।

২৯ নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রিট } রায়, বসু এবং কোং।

তুমি কার?

তুমি ইংলণ্ডের না বাঙ্গালার? তুমি যদি ইংলণ্ডের হইবে তবে কেন গৃহ পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় সুহৃদ, আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিবে? তুমি যদি আমাদের হইবে তবে কেন এদেশ এত জ্বালাতন করিতেছ, কেন আমাদের অনিষ্টের যত্ন পাও এবং আমাদিগকে এত ঘৃণা কর? তুমি প্রজার না গবর্ণমেণ্টের? তুমি যদি প্রজার হইবে তবে কেন দিন দিন কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করিতেছ, কেন মাজিষ্ট্রেটদিগকে আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা করিতেছ, কেন ফৌজদারি আইনের বজ্রবাণ অজাতশ্মশ্রু নবাগত মাজিষ্ট্রেটদিগের হাতে দিতেছ? তুমি যদি গবর্ণমেণ্টের হইবে তবে কেন দেশের লোককে আত্ম-শাসন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এত আগ্রহান্বিত? তুমি জমিদারের না প্রজার? যদি প্রজার হইবে তবে কোন্ প্রাণে ভয়ানক পথ-কর তাহাদের প্রতি নির্দ্ধারিত করিলে এবং নিয়ম করিলে যে প্রজারা আপনাদের যথাসর্ব্বস্বের উপর এক পয়সা করিয়া কর দিবে এবং উচ্চপদস্থ জমিদারেরা কেবল আয়ের উপর কর দিবে? তুমি কেমন করিয়া মিউনিসিপাল আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে? তুমি যে জমিদারদিগের না তাহা নিশ্চয়। তুমি মূর্খের না পণ্ডিতের? তুমি পণ্ডিতের পক্ষে নও, কারণ তাহা হইলে কেন দেশের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রতিবন্ধক জন্মাইবে এবং কালেজ স্কুল উঠাইয়া দিবে? আবার তুমি মূর্খতার পক্ষেও না, কারণ তাহা হইলে কৃষকদিগকে বিদ্যাদান করিবার যত্ন করিয়া সহস্র সহস্র অর্থ নষ্ট করিবে কেন? তুমি চা-করদিগের না কুলীদিগের? তুমি চা-করদিগের যদি হইবে তবে সে দিবস কেমন করিয়া কুলীদিগের কষ্টের নিমিত্ত রোদন করিলে, আবার কুলীদিগের পক্ষ হইলেই বা ক্রিরিক্রুটিং রিজোলিউশন কেমন করিয়া করিলে? তুমি খৃষ্টান কি মুসলমান? তুমি যদি খৃষ্টান হইবে, কেমন করিয়া কয়েদিদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ কর, কেমন করিয়া বলিলে যে জেলে যত মরিবে তত মঙ্গল হইবে, কেমন করিয়া অন্নকষ্টে কি মূর্খতা প্রযুক্ত কি অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যাহারা কাটকে যায়, তাহাদের প্রতি কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করিলে? আবার মুসলমান হইলে আমাদের টাকা লইয়া কেন তুমি সাঁওতালদিগকে খৃষ্টানধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত? তুমি দয়ালু না নিষ্ঠুর? যদি দয়ালু হইবে তবে দেশে যে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য সংক্রামক জ্বরে প্রাণত্যাগ করিতেছে, দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর না কেন? আবার দয়ালু না হইবে তবে তুমি রথে পাছে মনুষ্য হত্যা হয় এই ভয়ে রথ উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত এত যত্ন কর কেন? তুমি সাধারণ মত গ্রাহ্য কর কি অগ্রাহ্য কর? তুমি যদি গ্রাহ্য না করিবা তবে নাইট সাহেবকে এত উচ্চ বেতন দিয়া এখানে আনিলে কেন? তোমার ইচ্ছা যে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যানে তোমার পক্ষ সমর্থন করেন। আবার যদি গ্রাহ্য কর তবে এই যে কোটী কোটী লোকে তোমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে ইহাতে তোমার চৈতন্য হয় না কেন? তুমি সরল কি অসরল? তোমার যে সরলতা আছে তাহা তোমার অনেক বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। তুমি যখন ইনকমট্যাক্সের তর্কের সময় টেম্পেল সাহেবকে তিরস্কার কর তখন তোমার সরলতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তোমার রিপোর্টেও অনেক সরলতার চিহ্ন আছে। কিন্তু তুমি তবে মুখে এক তা কাজে আর এক তা কর কেন? তুমি যদি সরল হইবে তবে গেডিজ সাহেবকে কেন দণ্ড করিলে, টাকা নাই বলিয়া কালেজ গুলি উঠাইয়া অন্যান্য বাজে কাজে এত অর্থ ব্যয় করিলে? তোমার আগা গোড়া মুখে একখানি, কাজে আর একখানি। তুমি সাহেবদিগের দোষ দেখ না কিন্তু বাঙ্গালিদিগের দোষ গড়াইয়া লইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ কর। তুমি যে নিরপেক্ষ নও সে বিষয় নিশ্চিত। তুমি আপনার মতের না অন্যের মতের অধীন? অন্যের অধীন না হইলে অনেক ইংরাজ তোমার উপর আধিপত্য কেন করে? তোমার প্রিয় কর্ম্মচারিগণের কথা এত শুন কেন? আবার অন্যের মতের অধীন হইলে, লক্ষ লক্ষ প্রজা যাহাদের মঙ্গল করাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাদের কথা শুন না কেন? অতএব তুমি সরলচিত্তে বল দেখি তুমি প্রশংসার না তিরস্কারের, যশের না নিন্দার, সরলতার না অসরলতার, মার না বাপের, স্ত্রীর না পুত্রের, ভ্রাতার না ভগ্নীর? তুমি যে কাহার তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তুমি আমাদের না। তুমি যাহার, তাহার কাছে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমরাও তোমার না তুমিও আমাদের না, অতএব কেন এখানে থাকিয়া বিরক্ত হও ও বিরক্ত কর?

——ঃ——

বন্যজন্তু ধ্বংশ।

এদেশে বন্যজন্তু ও সর্পের দ্বারা বৎসর বৎসর বিস্তর প্রাণী নষ্ট হয় দেখিয়া পার্লিয়েমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এদেশে দিন দিন পশু ও সর্প কর্ত্তৃক যেরূপ মানুষ মরিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপেক্ষা দেশ অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্যপশুর উৎপাত অনেক কমিয়াছে, তথাচ এক্ষণ বৎসর বৎসর যাহা মরে সেও কমনয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণ আবার মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। দেশে যখন জঙ্গল ছিল তখন এদেশীয় লোকেরা ব্যাঘ্র ভল্লুক মারিবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। কিন্তু দেশ পরিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে পূর্ব্বের মত আর সুসজ্জিত হইয়া থাকে না. আবার ইংরাজ রাজশাসনে লোকের পূর্ব্বে যে বলবীর্য্য ছিল তাহা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে একজন জমিদার আপনার সমুদয় কর্ম্মচারিকে আফিং সেবন করাইতেন এবং তাহার এরূপ করার কারণ তিনি বলিতেন যে, আফিং ধরিলে যদিও উহারা কতকটা অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে তথাপি তাঁহাকে আর ছাড়িতে পারিবে না। ইংরাজেরা এইরূপ অভিপ্রায়ে নানারূপ কঠোর নিয়ম দ্বারা আমাদের বলবীর্য্য সমুদয় নষ্ট করিয়াছেন। আমরা এক্ষণ আফিংখোরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া ইংরাজদিগের নিতান্ত অনুগত হইয়া রহিয়াছি। এদেশের শীকারি জাতিও ইংরাজ শাসনের এই অনিষ্টকর প্রভাবে লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বন্যপশু কর্ত্তৃক এখন দেশের অনিষ্ট হইলে গবর্ণমেণ্টই সম্পূর্ণ অপরাধী। কিন্তু বন্যপশুর উপদ্রব নিবারণ করা তত কঠিন নহে, অল্প যত্ন ও সতর্কতা দ্বারা উহার হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। বাঙ্গালায় বন্যপশুর উৎপাত অতি বিরল এবং যদি কখন কোন অনিষ্ট হয় সে প্রায়ই গোরু বাছুরের উপরেই হয়। এখানে মনুষ্যের প্রধান শত্রু সর্প। ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়া যেরূপ কঠিন সেইরূপ আবার উহা দংশন করিলে প্রায় চিকিৎসা হয় না। সর্প যে কোথায় আছে এবং কোথায় নাই তাহার নির্ণয় করা ভারি কঠিন কাজ এবং উহা লতাপাত্রের বর্ণের সঙ্গে এরূপ মিলিত হইয়া লুকাইত থাকে যে রাত্রে উজ্জ্বল আলোকের মধ্যেও উহা দেখা যায় না। আবার উহার দ্রুতগতি, অদ্ভুত অঙ্গ সঞ্চালন শক্তি, স্পর্শ মাত্র সাংঘাতিক দংশন প্রভৃতি ভাবিয়া দেখিলে সর্পের হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়া অতি কঠিন বলিয়া বোধ হয়। তবে মনুষ্যের যত্নের দ্বারা [illegible] হয়। আমাদের একজন আত্মীয় একখানি মালবৈদ্যমতে সর্প চিকিৎসার পুস্তক লিখেন। তাহাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি ক্রমে সর্প ধ্বংশ করার যত্ন করেন তবে অতি সত্বর সর্পকুল নির্ম্মূল হইতে পারে। সর্প স্বভাবতঃ ক্রমেই সংখ্যায় কমিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্পকুল নির্ম্মূল হইতেছে এবং এক্ষণ কিছু যত্ন করিলে সম্ভবতঃ সর্পের উৎপাত হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। আবার যে বার ভারি বন্যা হয় সেবার কৃষ্ণনগর চৈতনের বিল নামক একটী বিলে বটবৃক্ষে সহস্র সহস্র সর্প আশ্রয় লয়। আমাদের একআত্মীয় ইহা দেখিয়া কমিশনারের নিকট লিখেন যে যদি গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু পুরস্কার দেন তবে এই সুযোগে চৈতনের বিলে মাল বৈদ্য দ্বারা বিস্তর সর্প ধ্বংশ করা যায়। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ দীর্ঘসূত্রতা তাহাতে তাহারা এ বিষয় কি করা কর্ত্তব্য সাব্যস্ত করিতে করিতে জল সরিয়া গেল এবং গর্ত্তের সাপ গর্ত্তে গেল। গবর্ণমেণ্ট যদি একটু মনোযোগী ও উদ্যোগী হইতেন তবে বন্যার বার অনায়াসে ও সামান্য ব্যয়ে বিস্তর সর্প ধ্বংশ করিতে পারিতেন বাঙ্গলার অনেক অংশ বর্ষা কালে জল মগ্ন হয় এবং এই সময় সর্প সমুদয় বৃক্ষে আশ্রয় লয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তখন উদ্যোগী হন তবে বর্ষা কালে বিস্তর সর্প নষ্ট করিতে পারেন। মালবৈদ্যেরা সর্পের যম তাহারা কিছু পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ ইহা করিতে সম্মত হইবে। সর্প নির্ম্মূল করিবার যত্নের সঙ্গে মালবৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালী যাহাতে দেশে প্রচার হয় তাহার কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ফেরার সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে সাপের ঔষধ নাই তবে মালবৈদ্য মতে চিকিৎসা দ্বারা বিস্তর উপকার সম্ভবে। কিন্তু সর্পের ও বন্য পশু দ্বারা আমাদের দেশে অতি অল্প সংখ্যক লোক মরে। পার্লিয়েমেণ্ট যদি এ দেশের লোকের অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন তবে যাহাতে সংক্রামক জ্বর হইতে আমরা নিস্তার পাই তাহারই প্রতি একটু মনোযোগ করুন। আমরা বুঝিতেছি গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা এখন ও সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাবু দিগম্বর মিত্রের

প্রাস্তাবিত পয় প্রণালীর বিষয় একবার পরীক্ষা করায় ক্ষতি কি? এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর ব্যয় ও যত্ন করিতেছেন; ক্ষতি কি, কিছু টাকা ব্যয় করিয়া কোন একটী সংক্রামক জ্বরাক্রান্ত গ্রামে দিগম্বর বাবুর মত পরীক্ষিত হউক না? আমরা শুনিয়াছি অতি সামান্য ব্যয়ে ইহার পরীক্ষা হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের সারক্যুলার প্রকাশিত হইবার পরে আমরা এ দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে যে সমুদয় বাষ্পীয় যন্ত্র আছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। কলিকাতায় যত কল আছে তাহা দ্বারা শুকি ও ময়দা ভাঙ্গা হয়। এ কল আজ ২৫ বৎসর অবধি এই ভাবে দেশীয় অজ্ঞলোকদিগের দ্বারা চলিতেছে। তবে আজ আট বৎসর অনেক কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু এই ২৫ বৎসরের মধ্যে কোথাও একটী বিঘ্ন ঘটে নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে শঙ্কা করিতেছেন তাহার সম্ভাবনা থাকিলেও অদ্যাপি আমরা ঈশ্বরইচ্ছায় উহা প্রত্যক্ষ করি নাই। এসমুদয় কল গুলি দেশীয় লোকে নিজ ব্যয়ে নিজ যত্নে এবং দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে আজ ২৫ বৎসর অবধি যখন চালাইতেছে এবং ক্রমে ইহার সংখ্যা যখন বৃদ্ধি হইতেছে অথচ কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, তখন যে এদেশীয়গণের প্রাজ্ঞতা জন্মাইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যত শঙ্কা করিতেছেন এটি তত শঙ্কার বিষয় না হইতে পারে। তবে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মহৎ এবং লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাহাকে কোন দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের ভয় হয় পাছে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে ভাল করিতে গিয়া মন্দ করেন। দেশীয় উদ্যোগ ও যত্ন যে স্থলে আপনি আপনি প্রস্ফুটিত হইতেছে সেখানে গবর্ণমেণ্ট প্রবেশ করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট যে প্রবেশ করিবেন সেই দেশীয় লোকের অনেক ভার তাহারা নিজ হস্তে লইবেন এবং আমরা আবার নিজের যত্ন ও নিজের উদ্যোগ ভুলিয়া গিয়া গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িব। আবার পরীক্ষা প্রণালী করিলে এক্ষণ যেরূপ অল্প ব্যয়ে কাজ চলিত আর সেরূপ ব্যয়ে কাজ চলিবে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের পদের গৌরব হইবে এবং বেতন বৃদ্ধি হইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তত্ত্বাবধারকদিগের কর্ত্তৃক কোন বিঘ্ন ঘটিবে না গবর্ণমেণ্ট এটি যদি নিশ্চয় বলিতে পারিতেন তাহা হইলেও আমরা লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে কতক সম্মত হইতে পারিতাম, কিন্তু যেখানে সুশিক্ষিত ও পণ্ডিতবর যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন ঘটে সেখানে সে বিষয় নিশ্চয়রূপে বলা অসম্ভব। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের যন্ত্র সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। ইহাদের দ্বারা লভ্য হউক না হউক, ইহারা বিদ্বান ও অভিমানে অনেক সময় এক্ষণকার অজ্ঞ তত্ত্বাবধারকগণ যেরূপ সতর্কের সঙ্গে কাজ করে তাহা করিবে না। এদেশীয় লোক যাহারা এক্ষণ কল চালায় তাহারা মাতাল না ও সাহেব না, সুতরাং তাহাদের রাজদণ্ডের ভয় আছে এবং যত দিন ইহারা মদপানে ও সাহেব বলিয়া গৌরবে উন্মত্ত না হইবে তত দিন গবর্ণমেণ্ট নির্বিঘ্নে তাহাদের হাতে কলের ভার রক্ষা করিতে পারেন।

বাবু কিশরীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু দ্বারা আমাদের দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। গত ২৩ শ্রাবণ বুধবারে তিনি পরলোক গত হইয়াছেন। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের যত মহৎ উদ্যোগ হইয়াছে তিনি তাহার সকল বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেনন। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি উদ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। যখন দেশের কোন মহৎ বিষয়ে সাধারণে কোন সভা হইয়াছে সেখানেই কিশরী বাবু তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল শাস্ত্রে অধিকার ছিল, তিনি সদ্বক্তা ছিলেন, সুলেখক ছিলেন এবং অতিশয় রসিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আমরা তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

বোম্বেগেজেটে নিম্নোক্ত বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। "একদিন বরদার সিবিল সরজন ডাক্তার সুয়ার্ড বরদার গুইকরের হাসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতে ছিলেন। মহারাজাও সেই পথ দিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন। মহারাজার লোকেরা ডাক্তার সাহেবকে গাড়িতে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে গাড়ি এক পাশে রাখিয়া উহা হইতে অবতরণ ও রাজাকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে বাধ্য করে। ডাক্তার ইহাতে প্রথম অসম্মত হন, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদের কথা মত কাজ করেন। ডাক্তার এবিষয় বরদার রেসিডেণ্টের নিকট অভিযোগ করেন। রেসিডেণ্ট মহারাজার কৈফিয়াৎ তলব করেন। মহারাজা সকল বিষয় অস্বীকার যান। রেসিডেণ্ট এ মোকর্দ্দমার কাগজপত্র বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মহারাজাকে অবগত করিয়াছেন যে, ডাক্তার সুয়ার্ড যে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সমুদয় কাগজপত্র ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" সুয়ার্ড সাহেব বরদার গুইকরের নিকট অতি সামান্য লোক। মহারাজার লোকে যদি তাঁহাকে গাড়ি হইতে অবতরণ করাইয়া রাজাকে যথাবিধি সম্মান দেখাইতে বাধ্য করিয়া থাকে, তবে কি অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহা আমরা জানি না। গবর্ণমেণ্ট কি অবগত নন যে সামান্য কুঠিয়াল, এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ইংরাজেরা এদেশের মহামান্য ব্যক্তির প্রতি কত অসদ্ব্যবহার করে? তবে আমরা পরাধীন জাতি আমাদের আবার মান অপমান কি? মহারাজার ডাক্তার সাহেবের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করার ফল কি ভয়ানক হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না, এমন কি ইহাতে তিনি রাজ্যচ্যুত হইতে পারেন। ইংরাজেরা আমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন, আবার আমরা অসন্তুষ্ট হইলে রাজদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সহ্য করা জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, তবে যেরূপ গতিক তাহাতে আমরা সত্বরই নির্জীব হইয়া পড়িব।

মিরার বলেন যে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মৃতি ক্রমে যুধিষ্টির নামক এক জন আসামীর নাম ফেরারি রেজিষ্টরিতে লিখেন। তাঁহার এই এক ভুল হয়। আবার একটী মকর্দ্দমা দীর্ঘকাল মলতবি থাকার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার কৈফিয়াত তলব করেন কিন্তু তিনি অসাবধানতা পূর্ব্বক তিনি তাহার উত্তর না দিয়া অপর একটী মকর্দ্দমা সম্বন্ধে কৈফিয়াত পাঠান। তাহার দ্বিতীয় ভুল এই। আমরা শুনিলাম সুরেন্দ্র বাবু সত্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহার ন্যায় সদ্‌বংশজাত সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এরূপ কোন বিশেষ অপরাধ হয় নাই যাহা দ্বারা তিনি দণ্ডিত হইবেন। যাহা হউক আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ সম্ভবতঃ সত্বর অবগত হইব।

ক্যাম্বল সাহেব ৬ই আগষ্ট তারিখের গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার বিবেচনায় অনারারি মাজিষ্ট্রেট স্কুল, রোডসেস প্রভৃতি কমিটীর মেম্বর রায়ত শ্রেণী হইতে গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ক্যাম্বেল সাহেব এদেশের কোন্ শ্রেণীর লোককে রায়ত বলেন তাহা আমরা আজও অবগত হইতে পারি নাই। জমিদারের নিম্নে আর না হউক ৪। ৫ প্রকারের প্রজা আছে এবং ইহার কাহাকে তিনি রায়ত বলেন তাহা আমরা শুনিতে পারিলে তাহার অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিতে পারিতাম। এদেশের জমিদারেরা অনেকে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের হাতে দেশের কোন গুরুতর ভার অর্পণ করিলে সুচারু পূর্ব্বক চলিবার সম্ভাবনা নাই। আবার কৃষি প্রজারা এরূপ অজ্ঞ ও ভীরু যে সাহেব দিগের সঙ্গে কোন কাজ স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিতে কি কোন কর্ম্ম উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবেনা। বিশেষতঃ তাহারা প্রায়ই শ্রমোপজীবী। তাহারা নিজ২ কর্ম্ম ক্ষতি না করিয়া সাধারণ মঙ্গলোদ্দেশে কোন কাজই করিতে পারিবেনা। ক্যাম্বেল বাহাদুর যদি মধ্যবর্ত্তী লোক হইতে অনারারি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন তবে নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা বারান্তে এসম্বন্ধে বিস্তার পূর্ব্বক বলিব।

—:—

এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে মাসিক ২৫ টাকার ২ টী, ২০ টাকার একটী এবং ১৫ টাকার দুইটি ছাত্র বৃত্তি খালি আছে। ২৫ টাকার ছাত্র বৃত্তি দুই বৎসরের নিমর্ত্ত ও ২০ টাকাটী এক বৎসরের নিমিত্ত। ফাষ্টআর্ট পরীক্ষায় যাহারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তম রূপে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারাই মনোনীত হইবে। ১৫ টাকা ছাত্র বৃত্তি প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারাই মনোনীত হইবে। ১৫ টাকা ছাত্র বৃত্তি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র মনোনীত হইবে। যাহারা ছাত্রবৃত্তির প্রার্থী তাহারা ১৫ আগষ্টের পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপেলের নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY, AUGUST 13th,1873.

(ADVERTISEMENT)

THE MORNING BEAM,

AN ENGLISH DAILY.

To be published from the 16th instant, Size HALF SUPER ROYAL neárly that of the *Amrita Bazar Puttrika.*

RATES OF SUBSCRIPTION.

	Without Postage.		With Postage.	
	Rs.	As.	Rs.	As
Monthly ...	0	12	... 1	9
Quarterly ...	2	0	... 4	7
Half-yearly ...	3	8	... 8	6
Yearly ...	6	0	... 15	12

There will be a great saving of postage to Mufussil subscribers if the paper be sent in packets of three or six, instead of daily or in single numbers. For particulars apply to the manager 88, Bowbazar Street.

Mr. Tayler who has obtained such notoriety in connection with the Pubna affair, is promoted to the first grade Magistracy. He is promoted because he was inactive during the first stage of the Pubna rising, because a fair district has been ruined by his negligence, because, in short, he is unfit as a Magistrate. The policy of our Government is curious indeed! Magistrates neglecting their duties are promoted and police officers guilty of grossest crimes arepardoned. Our model Governor thus defiantly tells to the world:—"Right or wrong I Sir George Campbell, the Knighted ruler of 66 millions, shall uphold the Executive and the Police, dispite justice and public opinion." We earnestly request Government to give double promotion to Mr. Nolan, for he is certainly a more deserving officer than Mr. Tayler.

Our Pubna Special has just come back. We learn from him that Sir George Campbell's object is fulfilled to the letter. The ryots throughout Pubna have formed a "peaceful" combination and ceased paying rent to their land-lords. They have been either depositing their rent to the Civil Court according to their own rate or allowing it to run into arrears. Those ryots who were during the disturbance in good terms with their zemindars have also openly joined the combination. Little do the blinded ryots understand that they are laying axe at their own feet. Their ruin is certain and that of the zemin dars still more so, while Government will fatten upon the ruin of both.

We understand that the Magistrate of Jessore is investigating the charge of bribery brought against Dr. Bowser, the Civil Surgeon, by Nobo Coomar Nath the Jessore correspondent of *Poorna Chunderdoy*.

As if the cup of his unpopularity is not yet full Sir George Campbell has signalized his reign by an act which will no doubt go a great way to render him still more notorious in this country. The Police Inspector Nim Chund, one of the heroes of the pseudo-murder case of Howrah, who was sentenced to six years' imprisonment by the Sessions Judge, whose judgment was upheld by the highest Tribune of the land, has been released by His Honor in defiance of law, justice and a strong public voice. We are always in favour of mercy to the criminals, but when the mighty interest of the country is at stake, the consideration of public good should certainly prevail over private feelings. When the country is groaning under a grinding oppression of the Police, when daily reports of their mal-practices have been resounding from one end of the land to the other, we cannot imagine the extent of mischief which His Honor's act is calculated to produce. We would have found some word of excuse for the Lieutenant Governor if he had been influenced by a sense of mistaken leniency. But as we understand merecy did not move him to pardon the culprit. It was simply to show that as the highest executive authority he could over-ride law, justice, and public opinion that he stretched out the special power vested in him for the pardoning of criminals. Crime is already rampant everywhere in the land and what wonder that such highhanded proceeding of the Lieutenant Governor will encourage it hundredfold more. The thing is the secret policy of Sir George's Government is to put down the spirit of the nation by a strong executive helped by a strong Police. His Honor perhaps saw that the punishment of Nim Chund was likely to spread alarm amongst his favorite "watch dogs" as he fondly calls the police and render them more cautious and less active than he desires them to be. The Police terrified, the whole machinary of his administration goes amiss. He thus felt himself under the necessity of adopting some vigorous step to keep up the spirit of his policy and the result was the extreme measure taken by him which has struck the whole country by surprise.

THE GREAT PURNEAH CASE—We regret we could not take up this subject earlier. The following correspondence will give a telling history of the case:—

The judgment of the High Court of Calcutta in the Purneah case has just been published, and it presents a most lamentable picture of the manner in which criminal justce may be administered in the mofussil. It appears, from the above judgment that certain defalcations took place in the Purneah Collectorate in 1870 and 1871, the amount of which Mr. Worgan, who was then Collector, had personally to make good to the Government. Charges were then made to saddle these defalcations on somebody, and were eventually laid against Abdool Kadir, the head clerk in the Collectors Office. These charges were inquired into by Mr. Wicks, who was then Joint Magistrate, and were all dismissed in November 1871. Subsquently, during Abdool Kadir's absence from Purneah, the Sessions Judge directed the Magistrate to commit him for trial on these charges and he was in consquence arrested in October 1873, and sentenced to ten years' rigorous imprisonment and a fine of Rs. 1,000. On the 30th December preceding, Mr. Kemble, the Officiating Magistrate and Collector, fearing lest Abdool Kadir should not be convicted on the charges already preferred, took the remarkable step of addressing a letter *from himself as a Collector to himself as a Magistrate*, in which he said "I have the honor to forward to you herewith the following papers connected with the late embezzlement of Abdool Kadir, at present in custody, and who will have to be charged with further embezzlement. I shall feel obliged if *you* will issue warrants for his arrest, in case he should not be convicted on the charges on which he is to be tried on the 6th proximo." The papers mentioned in this extraordinary epistle contained no less than 24 distinct items of charge; but whether they could justly or reasonably be laid against Abdool Kadir, may be inferred from the following passage in Justice Phear's judgment: "Mr. Kemble, the Magistrate, having been informed by Mr. Kemble, the Collector, of the fact of a criminal offence having been committed by some one within his jurisdiction, took cognizance of it, and having been further led, I suppose, by the same means, to suspect that Abdool Kadir was the offender, he dealt with the matter as Magistrate." Abdool Kadir, however, although convicted and sentenced on the previous charge, as already mentioned, was afterwards tried on three of the 24 charges alluded to above, convicted, and sentenced on the 11th March 1873 to a further term of seven years' rigorous imprisonment. Against both sentences he appealed to the High Court of Calcutta, and was acquitted on the 25th and 26th April last, when Mr. Justice Phear passed a severe censure upon the conduct of the Sessions Judge, Mr. Lockwood; and Mr. Justice Kemp, in his recent judgment, has expressed his concurrence in that censure, adding: "I am of opinion that the whole of the proceedings in this case are most discreditable to the judicial authorities of Zillah Purneah." On the 28th April, Mr. Kemble, the Magistrate, on receiving the order of the High Court to discharge the prisoner, wrote immediately, in his capacity of Collector, to Mr. Wyer, the JointMagistrate: "As I hear that Abdool Kadir has been released by the High Court from the sentences recently imposed on him by the Sessions Court, I have the honor to request that you will go on with the other charges noticed in my letter of 30th December 1872 to the address of the Magistrate." (That is, the letter *from himself to himself.)* Abdool Kadir was then brought before Mr. Kemble as Magistrate, and told of his acquittal and of the order of his release, but immediately afterwards he was sent back to jail under the warrant which had just then been obtained. Upon the prisoner asking to see this warrant, in order to ascertain the offence with which he was charged, his request was refused; and on his praying for a copy of the order of refusal, this latter prayer was likewise refused. He then applied for relief to the High Court, who ordered his release on bail on the 12th May. This order reached Mr. Kemble on the 14th. Acting as Magistrate, he admitted the prisoner to bail, but virtually nullified the measure by imposing the condition of his appearing every day in his Court, and by directing the Superintendent of Police to see that he did not leave Purneah. The next day, acting as Collector, Mr. Kemble ordered Abdool Kadir to be arrested and taken to the civil jail, where he was detained without any evidence having been taken in his presence, or to his knowledge. He then applied again to the High Court, who issued a rule on the 19th May, calling on Mr. Kemble to show cause why he did not carry out the order of the 12th. By this time Mr. Kemble had discovered that his action in imprisoning Abdool Kadir on the 15th was altogether illegal, owing to the Regulation of 1817, upon which he had relied for his justification, being repealed. The Commissioner, who imparted this information to him, directed him to prosecute Abdool Kadir before the Magistrate in the regular way. He therefore released the prisoner on the evening of the 21st May, and caused him to be arrested on the 22nd by Mr. Wyer, the Joint-Magistrate, before whom he had made a complaint on oath, as directed by the Commissioner. Upon this arrest, Abdool Kadir was remanded to the 30th May, but without any evidence to warrant such remand, or an evidence at all, having been taken. The prisoner then petitioned the High Court of Calcutta for the third time, and a rule was issued on the 28th May, calling on Mr. Kemble for the record of the second case, as well as for that of the first, and ordering him to release the prisoner on bail.

In the course of the judgment delivered on the 2nd June, but which has only now been published, the Court made the following remarks, which are worthy of particular attention: "The representation of facts made by Abdool Kadir has proved throughout most fair, most candid, and most correct." (With reference to the charge laid against him, Mr. Jusstice Kemp, who has had great experience in Collectorate matters, observed that "a person in the capacity of head clerk would not be entrusted with monies belonging to the Government." "From the 28th April until the 8th of May, Abdool Kadir was detained in custody with out any lagal cause, simply at the instance of Mr. Kemble. On the 8th of May the evidence of Srinath Banerji was taken, but it did not justify a remand, because it did not show that the prisoner had committed some specific, offnece, and that further evidence would be likely to be obtained by a remand. The warrant of arrest was issued clearly in ignorance of any evidence bearing on the point, for it did not in any degree specify the offence of which Abdool Kadir was accused. After the 14th May, Abdool Kadir's imprisonment for seven days was clearly without jurisdiction and without legal cause. Mr. Kemble was still not in a position to make a definite accusation against Kadir, and nevertheless was still strug-

gling by any means, regular, or irregular to keep him in his grasp. It would have been much more straightforward, to say the least of it, if he had frankly avowed himself the prosecutor (from the first). Mr. Kemble is not to this moment in a position to specify in any degree the particular charge or charges upon which he is prepared to accuse Abdool Kadir, and in neither case is he prepared to offer evidence upon which he can ground a charge against him. Mr. Wyer has lent himself to Mr. Kemble's purposes, and refrained from exercising any real judicial discretion of his own. He has arrested Abdool Kadir at Mr. Kemble's dictation, and detained in prison, without legal cause, at Mr. Kemble's request."

We need add nothing to the above. The facts as they stand speak for themselves. The case affords a striking illustration of the dangerous tendency of the new Criminal Procedure Code. This single case we think shows sufficient grounds for the amendment of the Code. Abdul Kader we are told is a man of intelligence and abilty. He must have possessed superhuman energy to bring the facts of his case before the Public. But how many cases similar to the present ever see the light of day? How many people in the Muffusil have rotten and have been still rotting in the jail under no law whatever? If a search could be instituted at the offices of the Muffusil authorities for cases of this description, the result would be something appalling. In fact, what justice can be expected from a set of executive officers whose principal business is to crowd the jails with as many prisoners as they with any show of justice can. And these raw, young, impulsive officers have been invested with unlimited powers. These whimsical officers are empowered to imprison any man whom they may take a dislike to. Nay a man may be deprived of his liberty on mere suspicion and without even a formal complaint. (Section 142). The Government never loses an opportunity to lay the charge of disloyalty at our doors, but are not those who trample down law and bring discredit upon the British Government, the greatest enemies of Her Majesty? If we grumble now and then, are we not made to do so by the gross malpractices of those into whose hands our destinies have been placed? But we must see whether there is yet any remedy left or not. We have cried long and loud, but it has availed us nothing. Even Lord Northbrook with all his inestimable qualities has turned his ear against our cries. His Lordship is in fact too good to cope with the vigorous government of Sir George Campbell. His Honor has already succeded in carrying out his measures and if he succeeds in making the Magistrates so many absolute lords of the districts the cup of our woe will indeed be filled to the brim. Dear and deluded countrymen! Little do you imagine the dark fate that awaits you in the future! Your liberty is no longer safe in the Muffusil. You are completely at the mercy of a few inexperienced, haughty youths, whose word is law and who do not value your lives even as much as those of their cats and dogs. Such things if allowed to go on unchecked will ultimately prove your ruin. We have had enough of newspaper writing and memorial sending. Our Supreme ruler whom we took for our messiah has failed us. We must cross the ocean and lay our complaints before the generous British public and their Parliament. We must move *them* or our fate is sealed. The *Hindoo Patriot* is doing a real service to the country by publishing to the world cases illustrative of arbitrary and high-handed action of the Muffusil Huzoors, let other newspapers follow in its wake. Let the Muffusil Associations take action in the matter. When we have collected a sufficient number of cases, let us print them in a volume and mark it with undying black letters "Oppression." Let us distribute copies of this valuable document all over England and Scotland and let the British people know what wretched lives we live. Let us then send competent and experienced men to fight our cause before Parliament and let them never cease pleading on our behalf till they have succeeded in repealing the Draconian Code which has literally enslaved the country.

Epidemic Fever in Midnapoor.—Good gods! Is there no hope for Bengal? What grave faults has she committed that she should be singled out as the special mark of Heaven's vengeance? Why is it that village after village, town after town, district after district should be devastated by a cruel epidemic fever whose progress onward, notwithstanding the action taken in accordance with the theories of some medical men, nothing could put a stop to? Already the malady has spread desolation over some of the fairest parts of Bengal, ruined thousands of families and rendered men miserable and unhappy for life. Already the name of the disease causes a tremor to pass through the frame of the most courageous and one would rather lose all he has than willingly dwell in an epidemic district. But it still advances and seems to mock at the means adopted to arrest it. It is now the lot of those few districts, which hitherto remained unaffected, to share in the untold miseries of their sister drstricts. During the days of the Hindoo kings, a drought or an epidemic disease was considered as originating from the sins of the reigning monarch and the people in one voice demanded an atonement for his sins to avert the calamity. Are we to attribute the present deplorable state of the country to the sins of our rulers? But we no longer live in the Pooranic age. Whatever may be the origin of the disease, we are struck aback at the apathy with which our enlightened and Christian English rulers have been watching its movement and the culpable manner in which they have been discharging their duties towards the fever districts.

The official reports connected with the Midnapore epidemic fever have been published in the *Calcutta Gazatte*. How the afflicted places have suffered will be best understood from the words of the Commissioner. He says "In the fever-stricken villages of Midnapore such as Ghatal, Nemtolah and the outskirts of Dasspore, which I visited this year, the people and their surrounding circumstances are as similar as possible to what I have so often seen in the fever-stricken villages of Hoogley and Burdwan during the last four years." And it is well known what havoc the fever has made in Burdwan and Hoogly. Further on he says:—

"When the people saw me in the villages they came flocking for help, and insisted on taking me to their houses to see their sick women and their afflicted children, and with a great desire that the latter might be touched, as if there might be some virtue in a touch. Although I usually took a Native Doctor with me with suitable medicines, the villagers were very anxious for my manipulation of their spleen, and for my advice, which I am glad to find was given correctly to the convalescents (to whom I tried to limit my practice,) as I prescribed a milk diet, of which Dr. Mathews approves." Mr. Buckland has written the above in the driest official language possible yet who could read it without being deeply affected? But what remidial measures were adopted to relieve the sufferings of the people? The disease appears to have broken out so early as August, 1869, but Dr. Mathews the Civil Surgeon has along mistaken it for an aggravation of ordinary fever. Notwithstanding the constant reports of the Police regarding the prevalence of the disease, the Civil Surgeon would still persistently adhere to his belief and quiet the Magistrate with the soothing words that "there were no grounds for the alarming reports that had reached him regarding the state of public health." The conduct of the doctor is still more condemnable as he was perfectly aware that "the fever closely resembled the epidemic which during that season was causing terrible loss of life in Burdwan." But he would not heed this fact and leave the people to their own resources and let them die the most terrible death that could be conceived. And to this Doctor the Lieutenant Governor expresses his deep obligation for his "elaborate and clear report." Yes to our report-loving ruler what is the death of a few thousands of people in comparison with a good report? And below Heaven Sir George Campbell is our earthly Providence! It was not before September 1872 that the outbreak of the epidemic assumed the most fearful dimensions and the disease had become very prevalent and fatal at Narajole, Bhowaneepore and Heratolla, Patna, Singaghur &c. situated on the banks of a narrow stream which connects the Selye and Cossye rivers. The Civil Surgeon thus condemns himself and other officials of Midnapore. "There are grounds for the belief that the disease had been very prevalent during the months of August, and that it was not until *many deaths had taken place that the attention of authorities was directed to the matter.*" The above needs no comment. Dr. Mathews continues: "As a rule the villages in which the greatest mortality took place were those where the diseases prevailed during thee previous years *i. e* the villages surrourding Ghatal, Dasspore, and its vicinity." Also: "It is a matter of small difficulty to distinguish between the epidemic fever in the early periods of its invasion and the aggravated malarial fever which now and then attacks particular villages, and which seems to depend on local sanitary influences." And yet he hesitated not to authoritatively dispose of the disease as an ordinary fever when the first indications of it were perceptible in August 1869. How many lives would have been saved had the doctor abandoned his false dogma and taken precautionary measures even according to his own light? The Civil Surgeon has never lost an opportunity to fall foul of the poor Native Doctors for their neglect of duty but he forgets that a gross negligence has marked his own conduct from the beginning. The steps taken to relieve the sick when the disease had been committing dreadful havocs was to send only five Native doctors with a few medicines to the four most severely striken places, viz, Ghatal, Dasspore, Narajole and Sharpore. Now what could be expected from these five men would be plain from the fact that the population of Ghaltal and Dasspore alone amounts, according to a statement of the Magistrate, to 239,101 and when we consider that the fell epidemic there was as prevalent as at Burdwan, some adequate conception could be formed of the nature of help which was administered to by the Native Doctors. Apprehending a more fearful outbreak of the epidemic in the current year the Magistrate in conjunction with the Civil Surgeon asked permission to establish a certain number of dispensaries in the district. His Honor took about three months to consider this matter and at last gravely tells the Commissioner in his letter of the 25th July that, "owing to the limited staff of subordinate medical agency, the proposal of the Magistrate of Midnapore cannot be carried out at present." We can hardly credit that when hundreds of people are dying for want of medicine and medical aid the ruler of Bengal should turn a deaf ear to their heart-rending cries for help. Is not Sir George aware that being virtually the king of Bengal he is responsible for all the calamities of the land? Does he not know that he is the most unpopular of all the Governors that have ruled in Bengal and it is simply madness on his part to invite more unpopularity upon his devoted head? We have always given credit to His Honor for his humane heart, why then this anomaly here? If there is a limited staff of subordinate medical agency, why not increase it by a fresh supply? His Honor would perhaps then bring forward his "no money" plea. It indeed puzzles us to reconcile Sir George's fine missionary proclivities with his want of sympathy for the suffering people who so imploringly looks forward to him for help. He is ready to spend an enormous sum for the evangelization of the hill-tribes but he would demur to spend half of that sum to save the lives of dying people.

But while we readily admit that quinine and other European medicines are calculated to enable the sufferer to tide over the crisis yet they fail to restore him to his usual state of health. Nothing short of thorough preventive measures can restore the fever-stricken villages to their former healthy condition. The theory of defective drainage so ably propounded by Baboo Degumber Mittra and so well supported by facts has been taken by competent authorities as one of the chief causes if not the sole exciting cause of the epidemic fever. The reports of Dr Mathews and Mr. Harrison the Magistrate of Midnapore go a great way to support this theory. Will His Honor give it a fair trial and buy for him an everlasting name?

সংবাদ।

—বৃন্দাবনের গোবিন্দ দেবের মন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। এই মন্দিরটীতে অতি সুন্দর কারিগরি আছে। জয়পুরের রাজা ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরের সংস্কার করিতেছেন।

—রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতার ন্যাশনেল থিয়েটর দীঘাপাতিয়ায় লইয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদের নাট্যাভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছেন এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে কলিকাতায় একটী নাট্যশালা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় পড়িবে তাহা তিনি ইহাদিগকে অর্পণ করিবেন। রাজা প্রমথনাথের গুণগ্রামে তিনি দেশের মধ্যে ক্রমেই যশস্বী হইতেছেন।

—কলিকাতায় এইরূপ রাষ্ট্র যে ক্যাম্বেল বাহাদুর ছয় মাসের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিবেন এবং প্যাট্রিয়ট শুনিয়াছেন শক সাহেব তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। ক্যাম্বেল বাহাদুর বাঙ্গালার এত খেলা ধুলা রাখিয়া যে ইংলণ্ডে গমন করিবেন আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। তবে কালে সকলই সম্ভব।

—নাগপঞ্চমির উদ্যোগে বিস্তর লোক কারার নামক ক্ষুদ্র নগরে ক্রয় বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। সেখানে যাইতে কৃষ্ণানদী পার হইতে হয়। একখানি নৌকাতে প্রায় ১৫০ শত লোক আরোহণ করে, নদীর মাঝখানে গিয়া নৌকা জলমগ্ন হয়। উতাব নামক একটী দেবতাকে একজন উন্মাদ গোঁসাঞী বিকলাঙ্গ করে। অনেকে বিশ্বাস করিতেছে তিনি রাগান্বিত হইয়া এই অনিষ্টটি করিয়াছেন।

—রাজ্ঞী কুমারের সঙ্গে রুশীয়ার সম্রাট দুহিতার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। কুমার য়্যালফ্রেড রুসিয়ায় গমন করিয়াছেন।

—প্রুসিয়ার ড্যাণ্টজিক নগরে ইতি পূর্ব্বে বরা বরি ওলাউঠায় বিস্তর লোক মরিত। গতবৎসর সেখানে কলিকাতার ন্যায় অতি দূর হইতে পরিষ্কৃত জল আনয়ন করা হয় এবং যদিও এই নগরের চতুঃপার্শ্বে ভয়ানক ওলাউঠা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে একটীও ওলাউঠা হয় নাই। যাহারা জলের দোষ ওলাউঠার প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের মতের পোষকতা করিবে।

—ইণ্ডিয়ানস্টেট্‌সম্যান লিখিয়াছেন যে, বোম্বে হাইকোর্টে সত্বর একটী মকদ্দমা উপস্থিত হইবে। তাহাতে একজন আমেণী বাদী ও গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদী হইবেন। এই মকর্দ্দমায় ৬ কোটী টাকার দাবি দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ মকদ্দমা উঠিলে এটাকার অনুসন্ধান হইবে এবং সেবার যেমন মুর্শিদাবাদের নবাবের বহুসংখ্যক টাকা কোম্পানির কাগজ বাজে কাগজের গড়ার মধ্যে পাওয়া যায়, এবার সম্ভবত এ টাকাগুলি কোন গড়ার মধ্যে হইতে বাহির হইবে।

—১লা ডিসেম্বর সোমবারে এণ্ট্রান্স ও ফাষ্টআর্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। বি এ পরীক্ষা ২৯এ মে সেম্বর আরম্ভ হইবে। এণ্ট্রান্স ও ফাষ্টআর্ট পরীক্ষার্থী গণ ১ লা নবেম্বর তারিখের এবং বি এ পরীক্ষার্থী গণ ২ রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নকট আবেদন প্রেরণ করিবেন।

আমাদের কোন বন্ধু লিখিয়াছেনঃ—

"আমরা অতি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে রঙ্গ পুরের সুবরডিনেট জজ্‌ বাবু উমাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা মিস্‌ এক্রইডের স্কুলে পড়িবার জন্য মিস্‌ কাপেণ্টারের প্রদত্ত একটী ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যুল্লতার হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে বলিয়া অল্প বয়সেই শিব পূজায় দীক্ষিত হইয়াছেন ও নিরামিষ ভোজন করেন। এজন্য মিস্‌ এক্রইড্‌ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার পূজার ও খাওয়ার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উক্তকন্যার সহিত ডাক্তার বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরিও তাঁহার অবিবাহিতা দ্বিতীয় কন্যা মনোমোহিনীকেও মিস্‌ এক্রইডের স্কুলে পড়াইবেন। হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াও যে হিন্দু বালিকা মিস এক্রইডের বোর্ডিংস্কুলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে, ইহা স্কুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বড় শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। তজ্জন্য মিস্‌ এক্রইড্‌ সাধারণের ধন্যবাদের পাত্রী হইলেন। উমাচরণ বাবুরও যথেষ্ট সাহস দেখা যায়, এজন্য বিদ্যোৎসাহিদের নিকট তিনিও বিশেষ প্রশংসার পাত্র হইলেন। আমরা ভরসা করি যে তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দু মহাত্মারাও এই রূপ হিন্দু মহিলাদের উন্নতিকর কার্য্যে কৃতসংকল্প হইবেন।"

—গবর্ণর জেনারেল ১লা নবেম্বরে সিমলা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লি গমন করিবেন। সেখানে দিন দুই থাকিয়া ৭ই তারিখে আগ্রায় উপস্থিত হইবেন। এখানে একটী দরবার হইবে। সেখান হইতে ২১এ তারিখে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইবেন। সেখানেও আর একটী দরবার হইবে এবং দরবারের পর কলিকাতায় রওনা হইবেন।

—মহারাজা হলকর আপনার রাজ্যে একটী তুলার কল আনয়ন করেন। উহাতে অতি সামান্য ব্যয়ে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি বাজে ব্যয় না করিয়া এই রূপ বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতির যত্ন পান, তবে দেশের অশেষ মঙ্গল হয়।

—আমরা মিরার পাঠে অবগত হইলাম যে মেডিকেল কালেজের বিবাদ সম্বন্ধে তথাকার প্রিন্‌সিপ্যাল গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট করেন তাহাতে তিনি সাহেবের ছেলেরা হাঙ্গাম প্রিয় এই কথা স্বীকার করিয়া একজন বাঙ্গালি বালকের প্রতি দণ্ড বিধান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি ডাক্তার স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তিনি সাহেবের ছেলে দিগকে হাঙ্গাম প্রিয় বলিয়া তাহাদিগের প্রতি কোন দণ্ড বিধান করিতে অনুরোধ করেন নাই অথচ বাঙ্গালিদিগের একজনের প্রতি দণ্ড বিধান করিতে অনুরোধ করিয়াছেনইহার কারণ কি? তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহার উপস্থিত স্থত্বে তিনি কালেজে এইরূপ হাঙ্গাম হইতে কেন দিলেন, এবং তিনি সাহেবের ছেলেদের যে স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এ নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। লেঃ গবর্ণর এ সম্বন্ধে সমুদয় কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

—আসাম মিহির বলেন যে, আমরা অবগত হইলাম যে গোয়াল পাড়ার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পিউ সাহেব সম্প্রতি তত্রত্য জনৈক সম্ভ্রান্ত উকীলকে যারপরনাই অপমান করিয়াছেন। উকীল বাবু যে সময়ে ট্রেসরিতে বসিয়া ছিলেন তৎকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তথায় উপস্থিত হয়েন, উকীল বাবু তাহাকে সেলাম না করায় তিনি রাগান্ধ হইয়া তাঁহাকে "হারামজাদ" "বর্জ্জাত" ইত্যাদি অপমান সূচক বাক্যে গালি দিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেটের একজন পত্র প্রেরক "আদিম চট্টগ্রাম" শীর্ষক একটী প্রস্তাবে লিখেন, দুর্ব্বৃত্ত দশানন যখন রাম-বনিতা সীতা দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন রাম সীতা দেবীর উদ্ধার মানসে সাগরে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কা পার হইবার আবশ্যক হইলে, সেই সেতুটী আদৌ চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ বঙ্গ অখাতের উপর দিইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, অর্দ্ধেক সেতু প্রস্তুত হইলে, রাম জানিতে পারিলেন এই পথ ধরিয়া যদি লঙ্কায় প্রবেশ করা যায়, তবে রাবণের বাটীর পশ্চাৎ দ্বার দিইয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। চোরের ন্যায় পশ্চাৎ দ্বার দিয়া অন্যের পুরী প্রবেশ করা রামের ন্যায় রাজার উচিত কার্য্য নহে। এই নিমিত্ত তিনি এই পথ-পরিত্যাগ করিয়া পথ ফিরাইয়া লইলেন। এখন পর্য্যন্ত এই সমুদ্র-পথ-গামী নাবিকেরা "রামকোট" নামে সেতু পার হইবার কষ্টানুভোগ করিতেছেন। রাম, লক্ষণ, জানকী শোকে কাতর হইয়া যেই বটবৃক্ষ তলে তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে পৃথিবী ভাসাইতে ভাসাইতে যে কুণ্ডের সৃজন করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত সেই কুণ্ডগুলি (রামকুণ্ড ও লক্ষণ কুণ্ড) এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। রামায়ণ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, রাম, লক্ষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃ চতুষ্টয় দিগ্বিজয়ার্থ চারিদিকে নির্গত হইলে লক্ষ্মণ যে চক্রশালার অধিপতি মনিভদ্র রাজাকে স্বীয় বাহুবলে জয় করিয়াছেন, সেই চক্রশালা পুরী আজিও এই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

—অসৎ কার্য্যোদ্দেশে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকার যুক্তি হইলে আদালতে তাহা বলবত্‌ থাকে না। এই বিধানের অনুবলে অনেক আদালত বেশ্যাদিগের বিরুদ্ধে বাড়ী ভাড়া ডিক্রী দেন না। সম্প্রতি কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরা উভয় পক্ষ বজায় রাখিয়া এবিষয়ের একটী সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বেশ্যারা গৃহস্বামীগণের নিকট হইতে দুষ্কর্ম্ম করিবে বলিয়া বাড়ী ভাড়া লয় না। জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একটী বাসগৃহের প্রয়োজন। বেশ্যারা সেই উদ্দেশে বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকে। বাটীতে দুষ্কর্ম্ম করে বলিয়া বাড়ী ভাড়া করার মূল উদ্দেশ্য তাহা নহে।

—আমরা মৃত লোকনাথ বসু প্রণীত "হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক খানির প্রথম সংস্করণ যে সময় প্রচারিত হয় সেসময় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি দেশীয়কৃত বিদ্যগণ খড়্‌গহস্ত ছিলেন। কিন্তু সময়ের গতি ফিরিয়াছে। দেশীয় কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এখন এপুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সময়োপযোগীই হইয়াছে। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ্য বিষয় আছে।

—"রহস্য সন্দর্ভের" নূতন পর্ব্ব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। "রহস্য সন্দর্ভের" ন্যায় সাময়িক পত্রিকা এদেশে আর এক খানি নাই। সৌভাগ্য বশতঃ ইহার সম্পাদন কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই পতিত হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। সম্পাদক অন্যবিধ সাময়িক পত্রিকার ন্যায় তাঁহার পত্রে উপন্যাস বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? "রহস্য সন্দর্ভে" শুদ্ধ আমরা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয় সকল দেখিতে আশা করি, উপকথা পাঠ করিতে চাহিনা।

আজ কয়েক দিন হইল প্রেসিডেন্সী ডিবিসনের কমিশনার এক খানি পত্র পান। তাহাতে লেখা থাকে যে "আমরা আগামী রবিবারে কাশীপুরে রতন বাবুর বাটী লুট করিব।" কমিশনার সাহেব ইহা শুনিয়া পোলিসকে এই সংবাদ লিখেন এবং পোলিস সুসজ্জিত হইয়া রবিবারের রাত্রে রতন বাবুর বাটি উপস্থিত হয়। চন্দ্র বাবু প্রভৃতি বাটীতে ছিলেন, তাঁহারা এই সম্বাদ পাইয়া গৃহ রক্ষার্থে অনেক লোকজন সংগ্রহ করেন, রাত্রে কোন গোল হয় না। গত বৎসর বরাহনগরের আর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী লুট করিবে ডাকাইতেরা এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়া ছিল।

—আমরা অবগত হইলাম যে সম্প্রতি রাজা দক্ষিণারঞ্জন বাহাদুরের উদ্যোগে লক্ষ্ণৌয়ে একটী সভার সংস্থাপন হয়। সভাহইতে আর্য্যপত্রিকা নামক একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব হয়। প্রজা সাধারণের কি কি অভাব সেই সমুদয় গবর্ণমেণ্টে জানান ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এরূপ উদ্দেশ্য যদি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তবে অশেষ মঙ্গলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

—পারশ্যের সাহা পারিসে উপস্থিত হইয়া একজন য়িহুদির নিকট হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দ্বারা এক ছড়া মুক্তার মালা এবং ৪০ হাজার টাকার অধিক দিয়া হিরার মালা ক্রয় করিয়াছেন।

—সম্প্রতি করাচিতে একজন সাহেব একজন মিস্ত্রীকে বন্দুক দ্বারা খুন করিয়াছেন। ঘটনাটী এইরূপ হয়। মিস্ত্রী হিসাব চুকানের নিমিত্ত সাহেবের নিকট যায় এবং উপহাস করিয়া বলে যে "সাহেব আমার হিসাব যদি আজ না কর তবে তোমাকে গুলি করিব।" সে সেখানে দোনলা একটী বন্দুক ছিল তাহা সাহেবকে দেখায়। সাহেব তাহার হাত হইতে বন্দুক লইয়া বলিলেন "যে আমি তোমাকে গুলি করিব" এবং ইহা বলিয়া একজন পিয়াদাকে ক্যাপ আনিতে বলিলেন। ক্যাপ আসিলে বন্দুকে লাগাইয়া মিস্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন এবং মিস্ত্রী তৎক্ষণৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। সাহেব অবগত ছিলেননা যে বন্দুক পোরা আছে। তিনি রহস্য করিয়া ক্যাপ ফুটাইয়া মিস্ত্রীকে ভয় দেখাইতে গিয়া তাহার প্রাণ বধ করেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

দীনপ্রজাগণ। "বসিরহাটের নিকট শিবহাটী গ্রামে একটী ডাকঘর ছিল। আয়ের অল্পতা অনুভব করিয়া উক্ত ডাকঘরটী ইটিণ্ডা গ্রামে উঠিয়া যায়। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইহার প্রতিবাদ করি। কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের দরখাস্তের উত্তরে লিখেন যে তাঁহারা শীঘ্রই এবিষয়ের তদন্ত করিয়া দেখিবেন। কিন্তু প্রায় ছয় মাসের অধিক অতীত হইয়া গেল তথাপি এবিষয়ের কোন অনুসন্ধান হইল না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি যে তাঁহারা তদারক করিয়া দেখুন যে শিবহাটী ও ইটিণ্ডা এই দুই গ্রামের কোন্ গ্রাম ডাকঘর বসিবার উপযুক্ত স্থান।"

শ্রীপ্যারিমোহন সেন গুপ্ত। ডিয়ার সাহেব সম্বন্ধে কোন পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। পত্রপ্রেরক যথা স্থানে তাঁহার প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশরৎলাল মিত্র, যশোহর, খালকুলা। খালকুলায় যে একটী ডাকের বাক্স আছে তাহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পিয়ন না থাকাতে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। পিয়ন প্রায়ই নিয়মিত সময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারে না। পত্রপ্রেরক প্রার্থনা করেন যে যশোরের ডাকবিভাগের ইন্স্পেকটর ও সব ইন্স্পেকটর বাবুরা এবিষয়ের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

চাটমোহর। তত্রত্য ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার বাবু অতিশয় পরিশ্রম শীল ও কার্য্যদক্ষ। পত্রপ্রেরক তাঁহার উন্নতির নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট প্রার্থনা করেন।

শ্রী—হুগলীজেলার বলদবাঁদ গ্রামের বিদ্যালয়টীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পত্রপ্রেরক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগেকে এবিষয়ের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করেন।

প্রেরিত।

বিধবা বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বাস এবং স্থিরতাই প্রণয়ের মূল। দম্পতীদ্বয়ের মধ্যে যেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই, প্রেমের স্থিরতা নাই সেখানে প্রকৃত প্রণয় অভাব। সেস্থলে প্রকৃত সুখ নাই এবং সংসার সংস্থাপনের প্রধান ভিত্তি নাই। দেহযাত্রা নির্ব্বাহে বনিতাই প্রধান সহায় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু। সময়ানুসারে সেই বনিতার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয়, তাহাকে সকল দিয়া বিশ্বাস করিতে হয় এবং তাহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হয়। সেই বনিতার উপর বিশ্বাস না রহিলে সংসার সুখের এককালেই মূলোৎপাটন হইল, ইহজীবন বিষম ভার এবং যন্ত্রণার কারণ হইল এবং সংসার রক্ষার সম্পূর্ণ বিঘ্ন জন্মিল। স্ত্রী পুরুষের এমন কি প্রণয় মাত্রই দর্পণে দৃষ্টি তুল্য। একের যদ্রূপ অন্যের তদ্রূপ। এমতাবস্থায় স্বামি যদি নিশ্চয় জানেন (এবং বিধবা বিবাহ চলিলে জানিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা) যে তাহার মরণান্তে তাহার বনিতা তাহাকে একেবারে ভুলিয়া তাহার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া এবং গুরুজন এবং সন্তানাদির মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহার গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের গৃহবাসিনী এবং হৃদয়রঞ্জিনী হইবে, তা হইলে তিনি কি সেই বনিতাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারেন? তা হইলে কি তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় কখন থাকিতে পারে? তা হইলে কি সংসার সুখ এবং সংসার সংস্থাপনের একবারে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায় না? অবশ্য যায়। এবং তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। স্ত্রীগণের প্রতি পুরুষের বিশ্বাস এবং তজ্জনিত প্রণয় এবং স্নেহ আছে বলিয়া বামাকুল আপাততঃ যেরূপ উচ্চ অবস্থায় আছেন তাহার লোপ হইবে। স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামীকুলের সহধর্ম্মিণী না হইয়া রক্ষিতা বারাঙ্গনার ন্যায় শঠ এবং কপটাচারিণী হইবে এবং বিশুদ্ধ প্রণয়াভাবে সুধাসিঞ্চনকারী বিধুমণি বিরহিত যামিনীর ন্যায় সংসার অন্ধকার ময় হইবে।

ক্ষণস্থায়ী যে প্রেম সে প্রেম প্রেমই নয়। তাহা প্রেমের ছায়া মাত্র। দীননাথের স্ত্রী বা কামিনীর পতি বিয়োগ হইল। দীননাথ মৃতা স্ত্রীর বা কামিনী মৃতপতির মরণান্তে অন্য ভার্য্যা বা অন্য পতিগ্রহণ করিল। দীননাথ স্বীয় পত্নীর প্রণয় প্রফুল্ল লজ্জাবনত সুন্দর মুখ খানি বিস্মৃত হইয়া সেই পত্নী কত আদর কত স্নেহের সহিত লজ্জাবতীলতার ন্যায় তাহার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িত, ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে কত যত্নে সেই পত্নী তাহার পদ দুটি শয়নে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিত এই সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিল। কামিনী নিয়ত পতী প্রেমাকাঙ্ক্ষী পত্নীর মনোরঞ্জনে পত্নীর সুখ সাধনে সমোৎসাহী পতির প্রেম মূর্ত্তিটি বিস্মৃতি সলিলে ডুবাইয়া দিয়া অন্য স্বামীকরে আত্মসমর্পণ করিল। যে স্বামী যার পর নাই সোহাগের সহিত কামিনীকে স্বীয় বক্ষোপরি সতত রক্ষা করিত, কামিনীই যাহার জীবন সর্ব্বস্ব ছিল, কামিনী সেই স্বামীকে ভুলিয়া অন্যের শয্যাশায়িনী হইল। দীননাথ কত না কঠোর পাষাণ হৃদয়ের কার্য্য করিল, কামিনী কত না নির্ম্মমতা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিল। দীননাথ কি কামিনীর হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম ছিল? ভাল বাসা কাকে বলে তাহা কি তাহারা জানিত? কখনই নয়। কামিনীর স্বামী-অনুরাগ সরোবর জলস্থিত চন্দ্রকিরণবৎ তাহার হৃদয়োপরি খেলিয়া বেড়াইত, ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করে নাই, ছায়াতুল্য সে প্রেম তাহার চিত্তোপরি অবস্থিতি করিত। স্বামীও চলিয়া গেল সেই সঙ্গে তাহার প্রতি তাহার প্রেমও সরিয়া দাঁড়াইল। দীননাথেরও ভার্য্যানুরাগ এইরূপ যদি স্বামীর মরণান্তে পূর্ব্বকালস্থিত মুনি ঋষিগণের ইষ্টদেব চিন্তা ও পূজার ন্যায়, বিধবাগণ মৃতপতির প্রেম মূর্ত্তি মৃত স্বামীর সোহাগ ও ভালবাসা হৃদয়ে চিন্তা ও উদ্দেশে তাহার পূজা করিয়া দিনপাত করিতে না পারিল তবে সে তাহা আর কি করিল? সদাশিবের সতীদেহ বহন ন্যায় স্বামী যদি মৃত ভার্য্যার স্নেহ মূর্ত্তি খানি চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলেন তবে আর তিনি প্রকৃত পুরুষের কোন্ কাজ করিলেন? তাই বলি যে প্রেম জীবিত থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষ মিলনরূপ জগৎসংসারকে জীবিত রাখিয়াছে, যে প্রথা প্রচলিত হইলেই সেই প্রেমের ছায়ামাত্র রক্ষা হইতে চলিবে তাহা কি প্রকারে সুপ্রথা বলা যাইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

ইশতেহার নাম্বা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুত মেং উইলিয়ম হেশ্যাম সাহেব এসটীং রেলওয়ে ডিপুটি কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেনলাইনের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান লাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ কেলাযের ন্যূনাধিক ৬৪০/ বিঘা জমি যাহা ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার এবং তদপরে মোং সিন্থীয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার সামিল মূল্যবান জমি আছে অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের ধারের জমি কৃষিগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিস্করে নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অস্মদের নিকট এ আপীযে জানিতে পারিবেন ইতি। সন১৮৭৩ সাল তারিখ ৯ আগষ্ট।

ইশস্তেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটি কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুত মেং উইলিয়ম হেস্যাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডিপূটি কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বিরভুমের অন্তর্গত ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উভয় পাশ্ব স্থিত বিং কেলাশের ন্যুনাধিক ১৭০০।৪।।/ বিঘা জমি যাহা ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব, কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর মোং বাঙ্গলা সন ১২৮০ সালের ১৭ ভাদ্র তারিখে এবং তদপরে মোকাম সিন্থীয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেশী জমি বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ স্বল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষগণ সন সন জোত করে এবং নিস্কর নীলাম হইবেক। যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না। ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ৭ আগষ্ট।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাধিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহিতার পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতে ছিল, সংপ্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অল্পাবিস্তর সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা, মামলামোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, কোন কিছু প্রস্তুত করা, কোন কিছু রক্ষা করা, এবং টাকা দেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক, এবং প্রতিনিধির দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্ত ও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুতআছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দরের তালিকা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সীর দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয়, তদবধি গুপ্ত-যন্ত্র মির্জাফর্শ লেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাতত পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস
গুপ্ত যন্ত্র ২৪ নং
মির্জাফর্শ লেন } শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।
১ লা আগষ্ট ১৮৭৩।

বিজ্ঞাপন।

"ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত সংখ্যাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ১ম ও ২য় ও ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহনেচ্ছু মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালিদাস নাথ।
কলিকাতা বড়বাজার
কাঁসারিপটি।

Advertisements.

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.
(BEING ACT No. OF 1872.)
BY
KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.
Price Rs .4.

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. The price Rs 4 a copy is not we think considering the real merit of the work too high as some may fancy. *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bzar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্ন্যাল্ অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ॥০ আনা॥ উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল ।/ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [৩৬]

১। ইউরোপীয়, ইষ্টইণ্ডিয়েন এবং এদেশীয় যাহারা শিল্প এবং যন্ত্র ব্যবসায়ী তাহাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার জন্য একটী ড্রইং (নক্সা আঁকা) শ্রেণী স্থাপন করা হইয়াছে।

২। নিম্ন লিখিত বিষয়ের উপযুক্ত কর্ম্মকর অথবা তৎবিষয় শিক্ষার্থী (এপ্রেণটিস দিগকে) এই শ্রেণীতে গ্রহণ করা যাইবে। ইটগড়া মিস্ত্রী, পাথর কাটা মিস্ত্রী, কর্ম্মকারক মিস্ত্রি, ছাচেগড়া (ঢালাই) মিস্ত্রি ফিটাস্ রনবস ছূতার মিস্ত্রি, কলচালান মিস্ত্রি প্রভৃতি অন্যান্য মিস্ত্রিগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেক॥

৩। যাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে শ্রীযুৎ লেপ্টলেণ্ট কননেল হাইড্ মিণ্টম ষ্টরের নিকটে নিম্ন লিখিত মত চরিত্র সম্বন্ধীয় প্রশংসা পত্র (সার্টিফিকেটের) সহিত দরখাস্ত করিতে হইবে।

৪। দরখাস্ত করিয়া আপন ২ মনিব বা কোন সাট ফিকটে (প্রশংসাপত্র) আনিলেই ভরতি হইতে পারিবে।

৫। কালেজ ষ্ট্রিটে ভবানীচরণ দত্তরে গলিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ঘরে এই শ্রেণী খোলা গিয়াছে। প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ৫ টা হইতে ৬।। টা অবধি শিক্ষা দান হইয়া থাকে। ৩

এইচ হাইড টাঁকশালের মাষ্টার॥

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষণীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ. কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন নুতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

PEOPLE'S CHOLERA BOX.

ওলাউঠা চিকিৎসার হোমিওপেথিক প্রধান দশটী ঔষধ ও ঐ সব ঔষধ কখন কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎ সম্বন্ধে একখান সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক একটী বাক্সে ও এক শিশি ডাক্তার রুবিণীর কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটী টীন কেশে. মূল্য ৮ টাকা। দাতব্য জন্য ক্রয় করিলে মূল্য ৫ টাকা। ডাকে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং খরচা ॥০ আনা বেশী দিতে হইবেক। এক বাক্স ঔষধে ২৫। ৩০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে। এক বাকস ঔষধ ঘরে থাকিলে যে সে এই পুস্তক দৃষ্টে অনায়াসে এই রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেক। প্রকৃত ওলাউঠা হইতে আরোগ্য হইবার হোমিওপেথিক ভিন্ন আর উপায় নাই, তজ্জন্য গৃহী মাত্রেরই এক এক বাক্স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

R. K. Mitter & Co.
349, Chitpoor Road.

MALONE'S SHAKSPEARE.

To be issued in monthly parts. Price Eight annas to subscribers and twelve annas to non-subscribers. Each part will embrace nearly 72 Pages Demy octavo. Muffussil subscribers will have to advance the price of at least three such parts, which they are to receive at regular intervals. Both subscribers and non-subscribers to whom the parts are to be sent by post, will have to pay postage charges in addition.

32, Jhamapookur Lane } Baney Madhab
Calcutta, June 1873. } Ghose.

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।